মেহেরপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে পুলিশ সুপারের মতবিনিময়

মেহেরপুরের বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন নবাগত পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক।

আজ সোমবার দুপুর ১২টায় পুলিশ সুপারের কনফারেন্সে রুমে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) আহসান খানের সঞ্চালনায় মেহেরপুরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আলামিন হোসেন, সাবেক সভাপতি ফারুক হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম, চ্যানেল ২৪ এর স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান, আরটিভি প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিক, দেশ রুপান্তর প্রতিনিধি তুহিন আরন্য, এখন টিভি প্রতিনিধি মুজাহিদ আল মুন্না, ইত্তেফাক প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম।

আলোচনায় সাংবাদিকরা মেহেরপুরের অনলাইন জুয়া, মাদক পাচার, ডলাল পাচার, সোনা পাচার, মানব পাচার, ছিনতাই, চুরিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন। একই সঙ্গে চলমান দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পুলিশের ভুমিকা নিয়েও আলোচনা করেন।

পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক তাঁর বক্তব্যে বলেন, জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে পুলিশ আরো বেশি ভুমিকা পালন করবে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে টেকসই পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে যাতে রোধ করা সম্ভব হয়। অনলাইন জুয়া, মাদক, মানবপাচারসহ শান্তিপূর্ণ মেহেরপুর গড়ে তোলার লক্ষে সাংবাদিকদের সকল প্রকার সহযোগীতায় কামনা করেন।

মুজিবনগর থানার নবাগত ওসির সাথে সাংবাদিকদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

মুজিবনগর থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল দত্ত এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুজিবনগর উপজেলার সাংবাদিকবৃন্দ।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অফিসার ইনচার্জের অফিস রুমে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের (সাবেক) সহ-সভাপতি দৈনিক জবাবদিহি পত্রিকার মুজিবনগর প্রতিনিধি শাকিল রেজা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের (সাবেক) সাংগঠনিক সম্পাদক ভোরের কাগজ ও মেহেরপুর প্রতিদিনের উপজেলা প্রতিনিধি হাসান মোস্তাফিজুর রহমান (শেরখান), বিজনেস বাংলাদেশ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি সানোয়ার হোসেন ডালিম, দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার মুজিবনগর প্রতিনিধি ফিরোজুর রহমান, দৈনিক সত্য খবর পত্রিকার মুজিবনগর প্রতিনিধি তুহিন, দৈনিক গড়ব বাংলাদেশ পত্রিকার মুজিবনগর উপজেলা প্রতিনিধি জাহিদ হাসান,দৈনিক সকালের সময় প্রত্রিকার মুজিবনগর প্রতিনিধি আব্দুল খালেক, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার মুজিবনগর প্রতিনিধি শরিফুল ইসলাম, দৈনিক মুজিবনগর টুডে প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন।

চুয়াডাঙ্গায় সাংবাদিকদের সাথে নবাগত পুলিশ সুপারের মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গা জেলার ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সকল সাংবাদিকের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা নবাগত পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম- সেবা।

মতবিনিময় সভার শুরুতে জেলার সকল সাংবাদিকের সাথে কুশল বিনিময় করেন নবাগত এই পুলিশ কর্মকর্তা।

বক্তব্যের শুরুতে নবাগত পুলিশ সুপার বলেন, গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলাদেশের প্রাণপুরুষ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ও জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নৃশংস হত্যাকান্ডের শিকার সকলকে। আমি আমাদের চার জাতীয় নেতাকে স্মরণ করছি। যাদের আমাদের জাতির জন্য অপরিসীম অবদান ছিল।

পুলিশ সুপার পদটি আমি জেলা পুলিশের প্রধান হিসেবে নয়, বরং আমি গ্রহণ করেছি রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত সুমহান দায়িত্ব হিসেবে। চুয়াডাঙ্গার জনগনের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে জেলা পুলিশ সদস্যদের চেষ্টা চলমান সেই বিশাল কর্মক্ষেত্রের একজন সদস্য হতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি এবং আমাকে এই সুযোগটি করে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রতি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

তিনি আরোও বলেন, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার হিসেবে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব মেধা-মনন, সততা এবং নিষ্ঠার সাথে পালন করতে আমি দৃঢ প্রতিজ্ঞ। এই জেলার সম্মানিত নাগরিকবৃন্দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অধিকতর সেবা প্রদান হবে আমার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কুইক রেসপন্স এবং সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা জেলার ৫টি পুলিশ স্টেশন হবে আইনী সেবা প্রত্যাশীদের নির্ভরতার কেন্দ্রবিন্দু।

সাংবাদিক সমাজের দর্পন। রাষ্ট্রের ৪র্থ স্তম্ভ। জনবল ও লজিস্টিকস স্বল্পতার কারণে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে থাকা সকল অপরাধ আর অপরাধীর খোঁজ পাওয়া পুলিশের একার পক্ষে দুঃসাধ্য। আপনাদের লেখনির মাধ্যমেই কেবল পুলিশ সমাজ বিরোধী কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ পেতে পারে। পুলিশ এবং সাংবাদিক পরস্পরের সহযোগী বন্ধু হিসাবে সত্যের সন্ধানে কাজ করে। পুলিশকে সমাজের আনাচে- কানাচে ঘটে যাওয়া অপরাধের সঠিক তথ্য দিয়ে সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ

পুলিশকে সহযোগিতা করবেন এটাই আমার প্রত্যাশা।

অসীম সাহসিকতা, বীরত্ব, আত্মত্যাগের ইতিহাসকে ধারণ করে সেবার সুমহান ব্রত নিয়ে আমি এবং আমার টিম আপনাদের সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করতে চাই। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে আমার চাকরির অভিজ্ঞতা, মেধা এবং প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ প্রয়োগ করতে সচষ্টে থাকব। আপনাদের সহযোগিতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং নির্বাচন আচরণ বিধিমালা মোতাবেক পুলিশের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে বদ্ধপরিকর। রাষ্ট্র, সংবিধান ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে আমরা দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের এই দীপ্তপদের যাত্রায় আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

উক্ত মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি সরদার আল আমিন, সাধারণ সম্পাদক রাজীব হাসান কচি, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এ্যাডভোকেট মানিক আকবর, সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহাম্মেদ, প্রথম আলো জেলা প্রতিনিধি শাহ্ আলম সনি, ডিআইও-১ ডিএসবি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান সহ জাতীয় ও স্থানীয় গণমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ ও জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারগন।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান চুয়াডাঙ্গা।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সাংবাদিক সৈকত রুশদীর জন্মদিন আজ

মেহেরপুরের কৃতি সন্তান কানাডা প্রবাসী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সাংবাদিক, বেতার ও টেলিভিশন ভাষ্যকার লেখক ও কবি সৈকত রুশদীর

৬৫তম জন্মদিন আজ।
বাংলাদেশে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেনের দূতাবাসে তিনি রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও জনবিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবেও ১৯৯২ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি কানাডায় সিশন নামের একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মূল্যায়ন সম্পাদক ও গণমাধ্যম বিশ্লেষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।
তিনি ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের নির্বাচিত যুগ্ম সম্পাদক (১৯৯১-১৯৯২) ছিলেন। বিবিসি ছাড়াও বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ভয়েস অব আমেরিকা, চ্যানেল আই, এটিএন কানাডা ও এক্সএম স্যাটেলাইট রেডিওসহ অসংখ্য গণমাধ্যমে সাংবাদিক ও সম্প্রচারক হিসেবে কাজ রেখেছেন। তিনি ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের লন্ডনস্থ সদর দফতরে সম্প্রচারক হিসেবে কাজ করেছেন।
সৈকত রুশদি ১৯৫৯ সালের ৫ নভেম্বর মেহেরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। পরে ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৭৪ সালে এসএসসি এবং আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে ১৯৭৬ সালে এইচএসসি পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৮০ সালে সমাজবিজ্ঞানে সম্মানসহ স্নাতক , ১৯৮১ সালে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন । সাংবাদিক হিসেবে তাঁর পেশাগত জীবন শুরু হয় ১৯৭৮ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রদায়ক হিসেবে। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত তিনি তিনটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা (দৈনিক দেশ, দৈনিক খবর ও দ্য বাংলাদেশ টাইমস) এবং তিনটি সাপ্তাহিকীতে (বিচিত্রা, মতামত ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত দেশ) কাজ করেন।
তাঁর প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে: অমর একুশে, বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের উপরে সংকলন (লন্ডন, ১৯৮৪, সম্পাদক); হল্ট গ্রিনহাউজ, পরিবেশ বিষয়ক সংকলন (ঢাকা, ১৯৯১, সম্পাদক, বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া সহ); ও;অচিন পাখি, উপন্যাস (ঢাকা, ২০০২ ও ২০২০)। কাঠের কাজ: শহীদ মিনার, বাংলাদেশ সেন্টার (লন্ডন, ১৯৮৪)।
স্ত্রী গণমাধ্যম বিশ্লেষক ও কবি শিউলী জাহান রুশদী হক এবং একমাত্র সন্তান টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপল রুশদী হকসহ তিনি কানাডায় বসবাস করেন।

গাংনীতে নবাগত নির্বাহী

অফিসারের সাথে সাংবাদিকদের পরিচিতি সভা

গাংনীতে নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময় ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, এবং সহকারী কমিশনার (ভুমি) নাদির হোসেন শামীম।

নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার আয়োজিত পরিচিতি সভায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা সাংবাদিকদের বিভিন্ন পেশাগত প্রশ্নের উত্তর দেন। বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকরা বিভিন্ন বিষয়ে নবাগত নির্বাহী অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নবাগত নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা গাংনীর উন্নয়নে ও স্মার্ট গাংনী গড়তে সাংবাদিকদের কাছে সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি গাংনীর উন্নয়নে সবাইকে নিয়ে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

গণমাধ্যমের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ভিসানীতি অবমাননাকর

দেশের গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করতে মার্কিন ভিসানীতি, যা দেশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের সামিল বলে মনে করছেন সাংবাদিক নেতারা। মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সমাবেশ থেকে এ মন্তব্য করা হয়। এসময় ভিসানীতির নামে স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ মানা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

জাস্টিস ফর জার্নালিস্ট আয়োজিত ভিসানীতির নামে সংবাদমাধ্যমে

মার্কিন চাপের প্রতিবাদে সাংবাদিক সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা, ডিবিসি টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ও দ্য ডেইলি অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী। সমাবেশে তিনি বলেন, ‘একটি স্বাধীন দেশের গণমাধ্যমের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ভিসানীতি অবমাননাকর। দেশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের সামিল।’

তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ চলে সংবিধানের ওপর। একটি স্বাধীন দেশের ওপর বাইরের দেশের হস্তক্ষেপ মানি না মানবো না। আমেরিকা বন্ধুর আচরণের বিপরীতে প্রভুর আচরণ করতে চায়। আমরা সেটি মানবো না। তারা ভিসানীতির ভয় দেখিয়ে অযাচিত হুমকি দেবেন, সেটা মেনে নিতে পারি না। বাঙালি জাতিকে ভিসানীতি বা স্যাংশনের ভয় দেখিয়ে আমাদের দমিয়ে রাখা যাবে না। আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়াবো। নিজের শক্তি দিয়ে গণতান্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই।’

জাস্টিস ফর জার্নালিস্ট সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ওবায়দুল হক খানের সভাপতিত্বে এতে আরও বক্তব্য রাখেন বিএফইউজের সাবেক সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, সাবেক মহাসচিব আবদুল জলিল ভূঁইয়া, ডিইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মানিক লাল ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম, ডিইউজের সাবেক সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, সংগঠনের সভাপতি কামরুল ইসলাম, সদস্য সচিব সাহিন বাবু, সিনিয়র সাংবাদিক লায়েকুজ্জামান, আবু সাঈদ প্রমুখ।

এসময় মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বলেন, ভিসানীতি নিয়ে আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন নই। আমেরিকা বছরে ভিসা দেয় মাত্র ২৭ হাজার। এতে সারাদেশে মানুষের কি সমস্যা। ভিসানীতি তো তাদের আছেই, প্রতি বছর ১ লাখ আবেদন করে আর ভিসা দেয় ২৭ হাজার।

তিনি আরও বলেন, ‘আমেরিকার গণমাধ্যম স্বাধীন। সেখানে পিটার হাস এ কথা বলতে পারেন না। অথচ বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ওপর ভিসানীতির কথা বলছেন পিটার হাস। এটা স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর একটি চাপ সৃষ্টি করা। ভিসাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায় পিটার হাস আপনি অতিথি মানুষ। তাই আপনার নীতির মধ্যে থাকুন। বাংলাদেশের স্বাধীন গণমাধ্যম কোনো আত্মসমর্পণ করে না। করবে না।’

আবদুল জলিল ভূঁইয়া বলেন, ‘মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কথা উঠলেই একাত্তর সালের কথা মনে পড়ে। খুনিদের সরদার আমেরিকা। ডিইউজের যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম বলেন, আমার দেশ আমার। তুমি মার্কিনি

কথা বলার কে।’

এসময় অন্য নেতারা বলেন, ‘আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কিভাবে কলুষিত করা যায়, সেই চেষ্টা করছে। আমেরিকা ভিসানীতি দিয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। বাঙালি জাতিকে ভয় দেখানো সহজ নয়।’ গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান তারা।

মেহেরপুরে সাংবাদিকদের সাথে এম এ এস ইমনের মতবিনিময়

মেহেরপুরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ঘোষণা করে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা এম এ এস ইমন।
শনিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা শহরের একটি রেস্টুরেন্টে তিনি এ মতবিনিময় করেন। এম এ এস ইমন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য।

মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, মেহেরপুরের মাটি উর্বর। যেখানে বছরে চারটা ফসল উৎপাদন হয়। এখানে মানুষের ভাত-কাপড়ের তেমন অভাব নেই। মেহেরপুরে সব থেকে বড় সমস্যা হলো কর্মসংস্থানের। কারণ এখানে শিল্পকারখানা নেই, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার নেই। মেহেরপুর আরও একটি বড় সমস্যা সেটি হলো শিক্ষার মান ভালো না। এখানে ভালো মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। অনেকে গ্রাজুয়েট পাশ করছে কিন্তু চাকরির বাজারে গিয়ে তারা টিকতে পারছে না। আমার ইচ্ছা এ দুটি বিষয়কে সবচেয়ে বেশি গুরত্ব দেওয়া। বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারলে অন্যান্য যেসকল ছোট ছোট সমস্যা আছে সেগুলো সমাধান হবে।

তিনি বলেন, বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য আমি মনে করেছিলাম, মেহেরপুরে একটি স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। সে লক্ষ্যে মেহেরপুরের মানুষদের সাথে নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ স্থলবন্দর আন্দোলন করেছি। সরকার বিষয়টিকে গুরত্ব দিয়ে ইতোমধ্যে গেজেট প্রকাশ

করেছে। আমি আশা করেছিলাম স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। কিন্তু কোন না কোন ঘাটতির কারণে সেটি এখনও প্রতিষ্ঠা পাইনি।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ বৃহৎ রািজৈনতক দল। এখানে নেতৃত্বের গ্রুপিং থাকবে। জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে মনোনয়ন চাইবো। বাকিটা নেত্রির ইচ্ছা। তবে মেহেরপুরের মানুষের সাথে কথা বলে, তৃণমূল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলে জেনেছি সকলেই পরিবর্তন চায়।
এছাড়াও তিনি বলেন, আমি যদি সুযোগ পাই বাল্যবিয়ে, ভিক্ষুকক্তু, মুজিবনগরভিত্তিক পর্যটন নগরীসহ মাদকের নির্মূলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, সাবেক সভাপতি আলামিন হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলমসহ জেলায় কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ নেতা এম এ এস ইমন গত জাতীয় নির্বাচনেও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিলেন। তিনি বর্তমান সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে বিভিন্ন সময় বুকলেট বিতরণ, গণসংযোগ অব্যহত রেখেছেন।

কোটচাঁদপুরে সাংবাদিকদের সাথে মডেল থানার নবাগত ওসির মতবিনিময়

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে মডেল থানার নবাগত অফিসার ইনর্চাজ আল-মামুন এর সাথে মতবিনিময় ও পরচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি চাকরি জীবনে বিভিন্ন থানায় ও ঝিনাইদহ

ডিএসবির গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব পালন করেছেন বলে জানাই।

আজ সোমবার (২৫ সেপ্টেম্বর)সন্ধায় মডেল থানার অফিসার ইনর্চাজের কার্যালয়ে এ সভা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মানবজমিন প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম,কালের কন্ঠ প্রতিনিধি কাজী এনাম আহাম্মদ মৃদুল, য়ায়য়ায়দিন প্রতিনিধি আলমগীর খান, পূর্ব অঞ্চল প্রতিনিধি শেখ ইসমাইল হোসেন, আমার সংবাদ প্রতিনিধি মঈন উদ্দিন খান,দৈনিক বীর জনতা পত্রিকা নিজস্ব প্রতিবেদক আব্দুল্লাহ বাশার, ভোরের দর্পন প্রতিনিধি আনোয়ার জাহিদ জামান, আমাদের সময় প্রতিনিধি আব্দুর রউফ, মাথাভাঙা প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ মুকুল, ঢাকা অধিবেশন সবজি আহমদ বকুল,গ্রামের কন্ঠ প্রতিনিধি বাবলু মিয়া,এই আমার দেশ প্রতিনিধি আবুল হাসান, প্রতিদিনের কন্ঠ প্রতিনিধি দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ।

এ সময় শুরু হয় উন্মুক্ত আলোচনা। অফিসার ইনর্চাজ কোটচাঁদপুরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও উপজেলা বাসির জান মালের নিরাপত্তা স্বাভাবিক রাখতে সাংবাদিকদের কাছে সহযোগিতা কামনা করেন।

সাংবাদিকদের নিজস্ব পরিচয় তৈরিতে প্রেস কাউন্সিল কাজ করছে

“সাংবাদিকদের মান উন্নয়নের জন্য প্রেস কাউন্সিল বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সারাদেশে সাংবাদিকদের ডাটাবেইস তৈরি কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ৩২টি জেলা থেকে সাংবাদিকদের তালিকা পেয়েছি, সেগুলো যাচাই বাছাইয়ের কাজ চলছে। আশা করছি দ্রুত বাকি জেলাগুলো থেকেও আমরা তালিকা পেয়ে যাব। একই ভাবে আমরা সকল মিডিয়া হাউসগুলো থেকেও সাংবাদিকদের তালিকা চেয়েছি। যাতে করে সাংবাদিকদের নিজস্ব একটা পরিচয় তৈরি হয়।”

আজ বুধবার মেহেরপুর সার্কিট হাউস মিলনায়তনে “গণমাধ্যমে হলুদ সাংবাদিকতা ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা” শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম।

বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম বলেন, “জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেস কাউন্সিল গঠণ করেছিলেন। তিনি সাংবাদিকবান্ধব ছিলেন, তিনি চাইতেন না কোন সাংবাদিকের হাতে যেন হাতকড়া না পড়ে। তিনি বলতেন, একজন সাংবাদিক সমাজের যে কোন শ্রেণীর থেকে উচ্চতর শ্রেণীর। ওই সময় ম্যাজিষ্ট্রেটদের থেকে সাংবাদিকদের বেতন বেশি ছিলো।”

চেয়ারম্যান বলেন, “প্রেস কাউন্সিলে নতুন কেউ তালিকাভুক্ত সাংবাদিক হতে চাইলে তাকে স্নাতক পাশ হতে হবে। তবে কারো যদি সাংবাদিকতায় ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকে সেক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল থাকবে।

মিডিয়া হাউসগুলো যাতে করে ওয়েজবোর্ড মেনে সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা দেয় সে ব্যাপারে আমরা তাদের বলেছি এবং একই সঙ্গে তারা যদি এ নির্দেশনা না মানে তাহলে তাদের সুবিধাদি বন্ধ করার জন্য সরকারকেও আহবান জানিয়েছি। আমরা আশা করছি ক্রমে এগুলো বাস্তবায়ন হবে।”

প্রেস কাউন্সিল আইন সম্পর্কে তিনি বলেন, “আমরা কিছু সংশোধনী নিয়ে এসেছি। খুব শিঘ্রই সংসদে এ আইন পাশ হবে। বিদ্যামান আইনে ১০ লাখ টাকা জরিমানার বদলে ৫ লাখ টাকা করা হয়েছে।”

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মুঃ তানভীর হাসান রুমানের সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার। স্বাগত বক্তব্যে দেন, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

সাংবাদিকদের মধ্যে বক্তব্য দেন কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, চ্যানেল ২৪ প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, আরটিভি প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিক, সময় টিভি প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন মুক্ত। সেমিনার জেলায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ৬০ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে নবাগত ওসি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে দামুড়হুদা মডেল থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আলমগীর কবীরের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত ৮টার দিকে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের আয়োজনে মতবিনিময় সভায় প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মোঃ আলমগীর কবীর।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহসভাপতি হাফিজুর রহমান কাজলের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার পরিদর্শক (অপারেশন) সফিউল আলম, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজিদ হাসান সোহাগ, অর্থ সম্পাদক আহাদ আলী মোল্লা, নির্বাহী সদস্য আব্দুস সালাম, সিনিয়র সাংবাদিক ও প্রেসক্লাব সদস্য তাছির আহমেদ, মোজাম্মেল শিশির, খালেকুজ্জামান, রশেদুল ইসলাম, সালেকিন মিয়া সাগর, এসএম সুজন, রাসেল আহমেদ, রকিবুল হাসান তোতা, মশিউর রহমান তুষার সহ প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দ, সাংবাদিক আশাবুল হক, মখলেছুর রহমান প্রমুখ।

মতবিনিময় সভার শুরুতেই দামুড়হুদা মডেল থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবীর কে প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচছা দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

মতবিনিময় সভায় (ওসি) মো আলমগীর কবীর বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সামনে আগিয়ে নিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন সাংবাদিকরা। দামুড়হুদা প্রেসক্লাব একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। আমি এই সংগঠনের সকল সদস্যদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান রাখবো

যেন তাদের লেখেনির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। আপনারা সংবাদ পরিবেশের আগে তথ্যের সত্যতা যাচায়-বাছায় করে সংবাদ পরিবেশের করবেন।

তিনি আরও বলেন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের লেখেনির মাধ্যমে যেন রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলো বহুল প্রচারিত হয়। আপনারা থানা এলাকার যে কোনো ধরণের আপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য পেলেই আমাকে জানাবেন। আমি সেই তথ্যের হাঁড়ির খবর খুঁজে বের করে আপরাধ দমনে আইনগত ব্যবস্থা নেবো।